অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই, আল্লাহর ওয়াদা সত্য।

দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র

শায়খুল মুজাহিদ আবুল হাসান আল মুহাজির ﵀

এর বক্তব্য

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের নিজেদের এবং নিজেদের কর্মের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথে পরিচালিত করতে পারে না, এবং যাকে আল্লাহ বিপথে ছেড়ে দেন তাকে কেউ সুপথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং তাঁর কোন শরিক নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। অতঃপর,

আল্লাহ ﷻ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।" (আল-আনফাল ৪৫-৪৬) এবং আল্লাহ ﷻ বলেন, "অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয়ই, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে।" (আর-রুম৬০)

দুঃখ-দুর্দশা, আহযাবের সমবেত হওয়া আর পরিস্থিতির জটিলতা এবং রকেট আর বিমান হামলার গর্জন স্বত্বেও ধৈর্য ধারণ করা, দৃঢ়পদ থাকা আর আল্লাহর ওয়াদার প্রতি ইয়াক্বিন রাখা। মুসলিমগণ আত্মবিশ্বাসের সাথে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের রবের সাহায্যের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। তারা অবিচল, ধৈর্যের সাথে সামনের দিকে তাকিয়ে, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে নয় আর না তারা হতবুদ্ধিকর হৃদয় নিস্তেজকারী ভয়ংকর কাঁপুনি দ্বারা দুর্বল। বরং, তিমির রাতে তারা হক্বের আলো নিয়ে বুক টান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং গোমরাহির পথকে পরিহার করে নিজেদের রক্ত দ্বারা হিদায়াতের মশাল সমুহকে প্রজ্বলিত করেছেন। তাদের রবের কিতাব দ্বারা তারা নিজেদের গড়ে তুলেছেন এবং তাদের নবী ﷺ এর সুন্নাহ'র পথে তারা এগিয়ে চলেছেন। তারা জানতেন যে বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, এক মুহূর্তের জন্যও তা সংখ্যা আর সরঞ্জামের আধিক্যের দ্বারা প্রাপ্তির বিষয় ছিল না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং কেউ তাকে পরাজিত করতে পারে না। বরং তিনিই হচ্ছেন সেই পরাক্রমশালী সত্তা যিনি শক্তি আর জনবল নিয়ে দাম্ভিকতা প্রদর্শনকারীদের ত্যাগ করেছেন। তিনি তাঁর কর্মবিধানের ব্যাপারে সর্বজ্ঞানী, তিনি প্রত্যেকটি বিষয়কে তার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে নুসরতের যোগ্যদের নুসরত প্রদান করা এবং পরিত্যাগের যোগ্যদের পরিত্যাগ করার ব্যাপারে এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে উত্তম জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় কোন দুর্বলতা বা ত্রুটি প্রবেশ করতে পারে না। তিনি বলেছেন এবং তাঁর ইরশাদ ভুল হতে পারে না, "যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ

তোমাদের উপর পরাক্রমশালী হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলিমদের ভরসা করা উচিত।" (আল ইমরান ১৬০)

নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর বান্দাদের প্রতি তাঁর আদেশ হক্ব। যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি শুধু বলেন "হও" এবং তা হয়ে যায়। তাঁর ইরশাদ সত্য, " তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্যে! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।" (আল বাক্বারাহ ২১৪) আল্লাহর রীতির দাবি হলো যে, আল্লাহর আদেশের প্রতি সততা আর তাঁর প্রতি আন্তরিকভাবে ফিরে আসা ছাড়া বিজয় অর্জিত হবে না, তাই যেই আল্লাহর দ্বীনের প্রতি সবচেয়ে বেশি সাহায্যশীল, তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে সবচেয়ে তীব্র, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের আনুগত্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যত্নশীল, সেই নুসরত, আনুগত্য এবং পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ।

হে উম্মাতুল ইসলাম, সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এটি এমন এক দৃশ্যপট যা পূর্ববর্তী দারুল ইসলাম, অতিবাহিত হওয়া প্রজন্ম এবং কঠিন পরিস্থিতি সমূহের সদৃশতা প্রকাশ করে। এটি উম্মাহর উপর এমন এক প্রভাব ফেলে গেছে যা মুছে যাবার নয় আর এমন এক গভীর ক্ষত যা সারার নয়। কিন্তু তাহলো আমাদের পূর্ববর্তীদের থেকে নেয়া একটি শিক্ষা এবং মুসলিমদের একটি ফাঁদ আর অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করার উপায় যা তাদের থেকে তাদের দ্বীনকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের প্রকৃত ধ্বংসে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এই যে আমেরিকা এবং তার মিত্ররা দারুল ইসলাম এবং খিলাফাহ'র ভূমির বিরুদ্ধে হামলা চালানোর জন্য ফিরে এসেছে, ইতিহাসে ইতিপূর্বে কখনও এমনটা হয় নি যে তাবৎ কুফফার জাতি তাদের সকল ধর্ম আর বিশ্বাস সমেত জড় হয়েছে, যাদের সাথে আছে নিজেদের আহলুস-সুন্নাহ বলে মিথ্যা দাবিকারীরা, মুরতাদ শাসক আর তাদের শয়তান আলিম আর দাঈরা - এমনকি এমন লোকও আছে যারা জিহাদ আর বিশুদ্ধ মানহাযের দাবি করে - সবাই কুফফার জাতির সাথে একই সারিতে এসে দাওলাতুল খিলাফায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। তদুপরি, পূর্বকার সময় আর আজ আমরা এই মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে হামলা প্রত্যক্ষ করছি তার মধ্যে পার্থক্য হলো পূর্বকার সময়ের পরিস্থিতি বর্তমান সময়ের চেয়ে নাজুক ছিল, তারা তাদের রব এবং তাদের দ্বীন থেকে দূরে গিয়ে বিভিন্ন দল আর তাদের রাজাদের নিয়ে বিভক্ত ছিল। অতঃপর, আল্লাহ তাদের দুশমনদেরকে তাদের উপর এমন শক্তিশালী করে দেন যে তারা তাদের উঠানে প্রবেশ করে তাদের ফসল ও নসল উভয়কেই ধ্বংস করে। কিন্তু আজকে, এই হামলার তীব্রতা আর পূর্ব ও পশ্চিমে দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে অগ্নিঝরা এই যুদ্ধ পরিচালিত হওয়া স্বত্বেও খিলাফাহ'র ভূমিতে থাকা মুসলিমদের পরিস্থিতি পূর্বকার সময়ের চেয়ে ভিন্ন, কারণ দাওলাতুল ইসলাম আজ যুদ্ধ করছে এবং দারুল ইসলামকে রক্ষা করছে, ঈমানদারদের উৎসাহিত করছে, ইসলামের তারুণ্যকে দাসত্বের শিকল ও কুফফার জাতির অধীনতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য পুনরুজ্জীবিত করছে। আর এরাই হচ্ছে সেই সকল লোক যারা তাদের উম্মাহকে রক্ষার জন্য এক তীব্র আর মারাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তারা তাদের কাছে থাকা সকল শক্তি, সামর্থ্য আর পদ্ধতি দ্বারা এই উম্মাহর পক্ষে যুদ্ধ করার এবং একে রক্ষা করার কোন প্রচেষ্টাকেই বাকি রাখে নি। আল্লাহর দয়া আর অনুগ্রহে খিলাফাহ রাষ্ট্র মুসলিমদেরকে তাদের দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে আনার কাজ জারি রেখেছে, যখন তাগুতদের আলেমরা তাদের ইসলামের অনুসারীদের ক্রুশ জাতিদের নেতৃত্ব আর মুরতাদ শাসকদের অধীনতার মধ্যে থাকার আহ্বান করছে এবং এর জন্য চাপাচাপি করছে। তদুপরি, আল্লাহর অনুগ্রহে সফলভাবে খিলাফাহ রাষ্ট্র এই ব্যাধিকে চিহ্নিত করেছে এবং এর প্রতিষেধক খুঁজে বের করেছে, এবং তা হল আল্লাহর অনুমতিতে আল্লাহর রাহে এগিয়ে চলা, নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া না করা, যতক্ষণ না দাওলাতুল ইসলাম ঈসা ইবনে মারিয়ামের ﷺ হাতে ঝাণ্ডাকে সমর্পণ করে।

হে উম্মাতুল ইসলাম, নিশ্চয়ই আমরা হলাম সেই জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তাই আমরাদের উচিৎ নয় যে আমরা অন্য কোন কিছু থেকে মর্যাদা অন্বেষণ করব। আমাদের উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম যা দ্বারা নিজেদের সংশোধন করেছিলেন তা ছাড়া এই শেষ উম্মাহকে সংশোধন করা যাবে না। একমাত্র তাওহীদকে অনুধাবনকারী এবং আল ওয়ালা ওয়াল বারার ভিত্তিতে জীবন যাপনকারীদের ছাড়া আর কেউই তাদের দ্বীনের কারণে মর্যাদা লাভ করেনি। যা ছিল তাদের জীবনের সকল বিষয় আর পদ্ধতির মানদণ্ড, কষ্টের সময় বা সুসময়ে, এমনকি যখন দুশমনদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর কষ্ট বেড়ে যায় তখনও। সে না যায় 'আস্তানা'র দিকে আর না তাগুতের শরণাপন্ন হয়। অবশ্যই না! বরং, সে তার দ্বীনের সীমার মধ্যে অবস্থান করে এবং নবীগণের পিতার আদর্শকে আঁকড়ে ধরে কুফফার জাতির উদ্দেশ্যে বলে, "তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান না আনো তাহলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে।" (আল- মুমতাহানাহ ৪) এই হলো হিদায়াতপ্রাপ্ত মুমিনদের পথ, এ ছাড়া বাকি সব পথ হলো সীমালঙ্ঘনকারী কাফিরদের পথ, যারা গোমরাহ হয়েছে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শরীয়তকে পরিবর্তন করেছে।

হে খিলাফাহ'র সৈনিক ও ইসলামের সিংহরা, জেনে রাখুন, আল্লাহর অনুগ্রহ আর তাঁর জান্নাত শুধু আশা করলেই পাওয়া যায় না, আর সত্যবাদী, ধৈর্যশীল এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ়পদতার সাথে ঈমান আনয়নকা-

রীদের ছাড়া কারও প্রতি তিনি তার ক্ষমা আর অশেষ অনুগ্রহ নাজিল করেন না। আপনারা কি আপনাদের রবের এই বাণী পড়েন নি, "আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।" (আত তাওবাহ ১১১) আর সৃষ্টির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের মূলনীতি হলো তাই যা আল-কুরতুবী ﵀ বর্ণনা করেন, যা তাদের মালিকানা থেকে চলে গেছে তার জন্য তারা তার সমমূল্যের বা তা চেয়ে অধিক মূল্যের সম্পদ দ্বারা বিনিময় প্রাপ্ত হয়। অতঃপর আল্লাহ ﷻ তাঁর আনুগত্যের কারণে তাঁর বান্দার জীবন এবং সম্পদ এবং তাঁর সন্তুষ্টি কল্পে নিহত হওয়াকে ক্রয় করে নিয়েছেন, যদি তারা (বান্দারা) তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে তাহলে আল্লাহ তাদের জান্নাহ দ্বারা পুরস্কৃত করেন। আর তা এক বিশাল এবং অতুলনীয় পুরস্কার। তাই তিনি এর লেনদেনের ব্যাপারে বর্ণনা করেন, যাতে তারা এর ব্যাপারে অবগত হতে পারে যে - বান্দা তার জীবন এবং মাল সমর্পণ করবে আর আল্লাহ পুরস্কার আর অনুগ্রহ দান করবেন এবং এ কারণেই একে লেনদেন বলে অবিহিত করা হয়েছে।

হে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ, আসমান জমিনের রবের কসম, এই ব্যবসা বড়ই লাভজনক! আল্লাহর অনুমতি-ক্রমে আমরা থেমে যাবো না বা ছেড়ে দেব না। তাই দুশমনদের মুকাবিলায় সত্যবাদী হোন, কারণ যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে ভালোবাসেন। এটি একটি লোভনীয় ব্যবসা, যা তিনি একমাত্র তাঁর সেই সকল বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন যারা তাঁর কালিমাকে বুলন্দ করার এবং তাঁর শরী-য়তকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বল্পমূল্যে নিজেদের জীবনকে বিক্রি করে। এ হচ্ছে সেই লক্ষ্য যার দ্বারা আল্লাহর রাহে লড়াইকারী একজন মুজাহিদ তার রবের সন্তুষ্টি, ক্ষমা, দয়া আর অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা করে। এবং তা অর্জন করা সম্ভব একমাত্র তাঁর আদেশকে মেনে চলা, তাঁর নিষেধকে পরিহার করা এবং দ্বীনকে আল্লাহর একনিষ্ঠ করে পুরো পৃথিবীতে আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মাধ্যমে। অতঃপর, যদি সে বেঁচে থাকে, তাহলে সে বেঁচে থাকে সম্মানের সাথে আর যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে মৃত্যু বরণ করে মর্যাদার সহিত। এমনটাই ছিল আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবীগণ এবং এই উম্মতের সালাফের বাস্তবতা, যারা ছিলেন সর্বোত্তম প্রজন্ম। এবং এই হলো আপনাদের নবী ﷺ এর প্রদত্ত সুসংবাদ, যখন তিনি বলেন, "আল্লাহ সেই সকল লোককে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন যারা তাঁর রাহে বের হয়, [আল্লাহ বলেন], 'সে একমাত্র আমার জন্যই বের হয়, সে আমার উপর ঈমান আনে এবং আমার রাসূলকে স্বীকার করে। অতঃপর তার প্রতি আমার অঙ্গিকার হলো আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো অথবা সে যে ঘর ছেড়ে গিয়েছিল সেখানে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো, সাওয়াব আর গণিমত সাথে করে।' সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আল্লাহর রাস্তায় হওয়া প্রতিটি ক্ষত কিয়ামত দিবসে ফিরে আসবে: এর রং হবে রক্তের রং, এবং এর ঘ্রাণ হবে মিশকের মত। সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, যদি মুসলিমদের জন্য এই বিষয়টি কঠিন হয়ে না যেত তাহলে আমি আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া একটি যুদ্ধের বহরেও পিছনে পড়ে থাকতাম না। কিন্তু [আমার সাথে যারা যাবে তাদের জন্য] যাবতীয় জিনিস [যুদ্ধ-সরঞ্জাম] এর বন্দবস্ত করতে পারি নি, আর তারা নিজেও বন্দবস্ত করতে পারে নি এবং আমার থেকে দূরে থাকা তাদের জন্য কষ্টকর হবে। অতঃপর সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আমি পছন্দ করি যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবো এবং নিহত হবো, তারপর আবার যুদ্ধ করবো এবং আবার নিহত হবো, তারপর আবার যুদ্ধ করবো এবং আবার নিহত হবো।" (আবু হুরায়রাহ থেকে মুসলিমকর্তৃক বর্ণিত)

হে মানবসকল, যারা দৃঢ়পদ ছিলেন তাদের কাহিনী কি আপনাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি? আপনাদের কানে কি সে সংবাদ আসেনি? কী সেই সংবাদ? আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, কী সেই সংবাদ? এমন এক সময়ে, যখন পরীক্ষা তীব্রতার হয় এবং ক্ষমতা চলে যায় কুফফারদের হাতে এবং মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের হাতে… বলুন, যারাই এই কাঁদা পানিতে পতিত হয়েছে এবং ঈমানদারদের কাতার থেকে যাদের পদস্খলন হয়েছে, এবং সেই সকল লোকদের কাতার থেকে যারা সৎকাজের আদেশ প্রদান করে এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ প্রদান করে, যারা ইউরোপে ক্রুসেডারদের দরজায় কড়া নাড়ে এবং তাদের সাবধান করে দেয়, যতক্ষণ না তাদের কানে তালা লেগে যায় এবং তারা ভয়-ভীতি আর ত্রাসের দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। তারা জানতো যে, এরা ছিলেন মৃত্যুর অগ্রদূত। আল্লাহর অনুগ্রহে ঈমানের শিবির উঁচু হয়েছে, ব্যর্থ হয় নি, ঠিক যেমনটি কুফরের শিবির গোমরাহ আর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আপনি যেখানেই যান না কেন, সেখানে একটি "সিরত" আছে, যে আপনাকে তার লোকদের কাহিনী শুনাবে, তারা ছিলেন মুহাজিরিন এবং আনসারদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ও পবিত্র - তারা হলেন সেই লোক যারা লিবিয়ার ভূমিতে তাওহীদের ঝাণ্ডাকে স্থাপন করেছিলেন, যা সগৌরবে উড়েছে, তারা বিভক্তি বিভাজনকে ত্যাগ করেছিলেন এবং মুজাহিদদের সারী গুলোকে ঐক্যবদ্ধ করাকে এবং কালিমাকে এক করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, এবং তারা তা করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের জন্য। অতঃপর তারা মুসলি-মদের ঈমাম খালিফাহ'র প্রতি বাইয়াহ প্রদান করেন, তারা বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করেন যেখানে আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা শাসন করা হয়, দ্বীন আর হুদুদকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, সৎ কাজে আদেশ দেয়া হয় এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করা হয়। দাম্ভিকরা তাতে রাগান্বিত হয়, অতঃপর ক্রুসেড জাতি সৈন্য সমবেত করে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারা [মুরতাদদের] ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করার আশা প্রদান করে। এই অভিযান এবং সৈন্য সমাবেশের অধিকাংশ কাজই সম্পন্ন হয় ইখওয়ানুশ শায়াতিনদের দ্বারা, যারা হলো এই জামানার যিন্দিক। অতঃপর তারা খিলাফাহ'র সাথে যুদ্ধের জন্য তাদের সকল শক্তি, সামর্থ্যকে নিয়োগ করে, তারা রিদ্দাহ আর ক্রু-

সেডারদের দালাল হওয়াকে আর পবিত্র রক্তকে প্রবাহিত করাকে জায়েজ বলে ফাতোয়া প্রদান করে। অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে, মহান বিজয়ীদের উত্তরসূরি খিলাফাহ'র সৈনিকগণ সেই অঞ্চলের এযাবতকালের সবচেয়ে তীব্র হামলার সামনে বিশাল পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে যান। কারণ তারা তাদের দ্বীন দ্বারা সম্মানিত ছিলেন, তারা তাদের ঈমান আর তাদের নিজেদের পরিবার, সম্পত্তি এবং সন্তানদের কোরবানি করার মাধ্যমে বড় হয়েছিলেন, তারা চরম নিশ্চয়তা আর দৃঢ়তার সাথে এই বলে, "আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।" (আত তাওবাহ ৫২) তারা সর্বগ্রাসী এক যুদ্ধে প্রায় অর্ধ বছর হামলা পাল্টা হামলা চালিয়ে ক্রুসেডারদের গোলামদের আশাহত করেছেন। অতঃপর ইসলামের বীর পুরুষ এবং খিলাফাহ'র সৈনিকগণ নিজেদের প্রতিশ্রুতিকে পূরণ করত তাদের রবের দিকে এগিয়ে গেছেন; আমরা তাদের ব্যাপারে তাই মনে করি এবং আল্লাহই তাদের বিচারক। "তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, যিনি নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু।" (আল বুরুজ ৮-৯) সেই জিহাদকারী উম্মতের দৃঢ়পদতার প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি, কারণ তারা আল্লাহর শরীয়তের অধীনে মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন, তারা এমন লোকদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে কুফরী করেছে। তারা ঈমানদারদের জন্য ধৈর্য, দৃঢ়তা, রিবাত এবং কোরবানির এক জীবন্ত উদাহরণ রেখে গেছেন। তারা ইসলামকে তার সেই সকল সত্যবাদী সন্তানদের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য স্বল্প মূল্যে নিজেদের জীবন এবং রক্তকে স্বল্পমূল্যে বিক্রি করেছেন যারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে উম্মাহর জন্য মর্যাদা, কর্তৃত্ব, বিজয় আর সংহতির পথ ছাড়া আর অন্য কিছুকে বেছে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

(কবিতা)

সাবধান, দুশমনদের প্রতি কোমল হওয়া থেকে সাবধান হে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ! আমরা তো আপনাদেরকে এমন স্বভাবের বলে জানি না! অথচ কুফফার জাতি এটিই কামনা করে। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পর থেকে তাদের ভাগ্যে কোন বিজয় জোটেনি। এবং আজকে আমরা এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে খিলাফাহ'র কাঠামো উন্নত হয়েছে। কুফরের জাতি যেখানেই জেগে উঠবে এবং তর্জন-গর্জন করবে, সেখানেই আল্লাহর শক্তি এবং ক্ষমতায় তারা আমাদের কাছ থেকে এমন কিছু দেখবে যা তাদেরকে কষ্ট দেবে, কারণ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং কতই না মহান কামিয়াবি দানকারী। নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই আমাদের সাহায্যকারী। হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহই আমাদের সমর্থনকারী। এই ঘটনাপ্রবাহগুলো হলে আসন্ন মালহামাহ'র প্রাথমিক কিছু ঝলক ছাড়া আর কিছুই নয়, যে মালহামায় বিজয় তাদেরই হবে যারা ধৈর্যশীল এবং সত্যবাদী, তাদের জন্য যারা আগে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে আর একমাত্র সমাপ্তি থেকেই শিক্ষা অর্জন করা যায়।

হে লিবিয়ায় ইসলামের সৈনিকগণ, আপনাদের দ্বীন এবং আপনাদের উম্মাহর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন! আপনাদের ভাইরা কোন অবমাননাকে গ্রহণ না কের আল্লাহর সাথে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের পর আপনাদের পক্ষ থেকে যেন ইসলামের ব্যাপারে কোন ছাড় না আসে। এবং নিশ্চয়ই, যদি আপনারা ধৈর্য ধারণ করেন, হক্বের উপর দৃঢ় থাকেন এবং ইয়াক্বিন রাখেন, তাহলে আপনারা এই কোমল চারার সুফল দেখতে পাবেন, বিইদনিল্লাহ, সেই চারা যা সবচেয়ে পবিত্র রক্ত এবং দেহ দ্বারা লালিত হয়েছে। ফিতনাহ'র দিনগুলোতে ঈমাম আহমাদ ইবন হাম্বল-কে ﵀ বলা হয়েছিল, "হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি কি দেখেন না বাতিল কেমন করে হক্বের উপর বিজয়ী হয়েছে?" তখন তিনি বলেন, "অবশ্যই না! হক্বের উপর বাতিলের বিজয় একমাত্র তখনই হয় যখন হৃদয়গুলো হিদায়াত থেকে গোমরাহির দিকে সরে যায়, এবং আমাদের হৃদয় সমূহ এখনও হক্বকে আঁকড়ে আছে!" আপনাদের ভাইগণ এমন এক ধৈর্যের এবং দৃঢ়তার উদাহরণ রেখে চলে গেছেন, তা অনুকরণীয় এক উদাহরণ এবং অনুধাবনীয় এক সিরাত। তাই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং সাবধান হোন, যাতে মুরতাদরা তাদের জীবনে আরাম-আয়েশ আর নিদ্রায় সুখ না পায়। নিশ্চয়ই, যুদ্ধের ফলাফল আর দিনগুলো পার্শ্ব পরিবর্তন করে, তদুপরি শুভ পরিণতি মুত্তাকিনদেরই জন্য।

হে ইরাক ও শামের আহলুস-সুন্নাহগণ, কুফরের অনুসারীরা আর ক্রুসেডার জাতিগুলো তাদেরকে প্রস্তুত করেছে। ইরাক, শাম সহ খিলাফাহ'র কর্তৃত্ব পৌঁছেছে এমন অন্যান্য সকল জায়গায় আমেরিকা তাদেরকে খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা মনে করে যে তারা মুসলিমদের আত্মায় জিহাদের জ্বলন্ত কয়লাকে নিভিয়ে দিবে, তাদের হৃদয়ে জ্বলে উঠা মর্যাদার শিখাকে গলাটিপে হত্যা করবে, আর তা তারা করবে ইসলামের অনুসারীদের জন্য একটি খিলাফাহ আসার পর, যা তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দল সমূহকে সমবেত করেছে, তাদের সারী সমূহকে এক করেছে, তাদের কালিমাকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এক ইমাম, এক পতাকা এবং একটি লক্ষ্যের ছায়ায়। আজ তারা দাওলাতুল ইসলামের প্রভাব আছে এমন সকল এলাকাকে দখল করার কোন প্রচেষ্টাকেই বাদ রাখছে না, যে রাষ্ট্র এখনও আপনাদের জন্য এক কঠিন দুর্গ আর রাফিদা, নুসাইরী এবং নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আপনাদের জন্য বর্ম হয়ে আছে। আপনারা মসুল এবং তেল আফার শহরদ্বয়ের বিরুদ্ধে রাফিদা এবং ক্রুসেডারদের সমবেত হওয়া আর তাদেরকে রক্ষা করার জন্য খিলাফাহকে তার সবচেয়ে মহান সন্তানদের অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার কথা শুনেছেন

এবং প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরা মনে করি আপনার অবশ্যই মুহাজিরিন এবং আনসারদের মধ্য থেকে খিলাফাহ'র সন্তানদের কোরবানি করার ব্যাপারে অবগত। আল্লাহর অনুগ্রহে আপনারা দেখেছেন, সাহসিকতা, আল্লাহর রাহে স্বল্প মূল্যে জীবন বিলিয়ে দেয়া এখন একটি নিত্য নতুন বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং ইসলামের সর্বোত্তম সন্তান-দের জন্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা দেখেছেন আনসারি তার মুহাজির ভাইয়ের সাথে [ইসতিশহাদী হামলার ব্যাপারে] প্রতিযোগিতা করছে আর ইসতিশহাদী হামলা আল্লাহর অনুগ্রহে প্রবীণদের ছেড়ে শুধু নবীনদের মধ্যেই সীমিত নয়। বরং, তারা সবাই একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

(কবিতা)

অতঃপর হে আমেরিকা, ক্রোধে জ্বলে পুড়ে মর! এমন এক উম্মাহ যার নবীন-প্রবীণ সবাই মৃত্যুর জন্য প্রতি-যোগিতা করে এবং আল্লাহর রাহে স্বল্পমূল্যে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয়, এই উম্মাহ কখনই পরাজিত হবে না। তা এমন এক প্রজন্ম, যাদের চিন্তা-চেতনা জুড়ে আখিরাত এবং উত্তম সমাপ্তি, তা কখনই পরাভূত হবে না। তাই হে আহলুস-সুন্নাহ, আপনাদের ভাইদের সহায়তা করার জন্য এবং তাদের সারীতে যোগদান করার জন্য এগিয়ে আসুন। এমন এক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন যার দ্বারা আপনারা এমন অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করবেন যখন তিনি আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট। হে ইরাক ও শামের আহলুস সুন্নাহ, নিশ্চয়ই কুফরের জাতি সমূহ আর ক্রুসেডাররা একটি অপবিত্র প্রচেষ্টা আর দ্রুত ষড়যন্ত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা আপনাদের এলাকা সমূহকে জনশূন্য করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে সেটার নিয়ন্ত্রণ রাফিদা, নুসাইরী আর নাস্তিক কুর্দিদের হাতে তুলে দেয়া যায়। কারণ তারা ভালো করেই জানে যে তাদের সাথে দুশমনির ক্ষেত্রে আপনারাই সবচেয়ে গুরুতর, তাছাড়া ক্ষুদ্র ইহুদী রাষ্ট্র আর তাদের দালালদের ও গালফ আর এর পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহের মুরতাদ সরকারদের জন্য আপনারা একই ভাবে বিপদ জনক। তাছাড়া তারা জবর দখলকৃত মুসলিমদের ভূমি সমূহে তাদের নিজেদের স্বার্থের রক্ষার ব্যাপারে ভয় করে। তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উম্মাহর দেহে তাদের তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা আঘাত করেই চলেছে, এখন সময় এসেছে আল্লাহর ইচ্ছায় খিলাফাহ'র সন্তানদের ঈমান, দৃঢ়তা, ইয়াক্বিন, ধৈর্য আর সংকল্পের দ্বারা সেই নখর সমূহকে টেনে বের করার এবং হাতগুলোকে কেটে দেয়ার। আল্লাহর প্রতিশ্রুত এমনই, তারা তা স্বীকার করুক আর না করুন, তাদের যত ইচ্ছা পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র করুক, আল্লাহ আদেশ এবং সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, আল্লাহ শাম এবং এর অধি-বাসীদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমরা আমাদের রবের ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করি এবং তিনি অবশ্যই আমাদের ত্যাগ করবেন না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কয়েকটি সেনাদল হবে: একটি দল শামে, একটি দল ইরাকে এবং একটি দল ইয়েমেনে।" ইবন হাওলাহ বলেন "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার জন্য একটি দল বাছাই করে দিন।" তিনি বলেন, "তুমি অবশ্যই শামে যাবে, এবং যারা তা না করবে তাদের ইয়েমেনে যাওয়া উচিৎ এবং সেখানকার জলপ্রবাহ থেকে পান করা উচিৎ। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাম এবং এর অধিবাসীদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।" (ইবন হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত) আল্লাহর অনুমতিক্রমে মুসলিমদের সেনাদল সমূহ কখনই তাদের অবস্থান সমূহ ত্যাগ করবে না, হোক তা শাম বা ইয়েমেন বা মুসলিমদের এমন যে কোন ভূমি যেখানে খিলাফাহ'র কর্তৃত্ব পৌঁছেছে। যদি কুফরের রাজনীতিবিদ আর তাদের ক্রুসেডার প্রভুরা এমনটা মনে করে থাকে যে তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং [রাসূল ﷺ কর্তৃক ভবিষ্যতবাণী কৃত] ঘটনা সমূহকে ঘটিত হওয়া থেকে থামিয়ে দিবে, অথবা যদি তারা মনে করে যে কোন এক যুদ্ধে বা কোন এক এলাকায় বা কোন শহর অথবা কোন এক গ্রামে ইসলামের সন্তানদের হত্যা করার মাধ্যমে তারা সফল হয়ে গেছে, তাহলে তারা ভুল করেছে। সেই সকল লোক যারা তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি সত্যবাদী হয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে, যেমনটা আমরা তাদের ব্যাপারে মনে করি - আর আল্লাহই তাদের বিচারক - তারা মৃত্যুর হতে পারে এমন সবচেয়ে সম্ভাব্য স্থান থেকে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার মাধ্যমে তাদের জিহাদের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিলেন। হে ক্রুশের উপাসনাকারীরা, তোমাদের জন্য দুর্দশা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন। "তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।" (আন নূর ৫৫)

হে শামের আহলুস সুন্নাহ, আল বাব শহর এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে কুফরের মিত্ররা কি করেছে তা আপনার প্রত্যক্ষ করেছেন। তাছাড়া মুরতাদ ইখওয়ানি তুর্কিদের এবং তাদের ত্যাগকৃত কুকুর নিচ বিশ্বাসঘাতক সা-হাওয়াতদের আহলুস সুন্নাহর উপর চালানো হত্যাকাণ্ডও আপনারা দেখেছেন। রাশিয়ান, আমেরিকান এবং তাদের মুরতাদ দালালদের বোমা বর্ষণে শহরটির যারপরনাই ধ্বংস সাধন হয়েছে। তারা সেখানে বসবাসকারী সাধারণ মুসলিমদের মধ্য থেকে নারী-শিশু কিংবা বৃদ্ধ কাউকেই দয়া মায়া দেখায় নি। কুর্দিদের মধ্য থেকে নাস্তিকরা আর তাদের সাথে নুসাইরীরাও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই হামলার সুযোগ নিয়ে শহরের আশেপাশের গ্রামগুলোতের বিদ্বেষপূর্ণ হামলা চালায়, তদুপরি আমরা শয়তানী আর ক্ষতির আলিমদের - তাদের প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক আর আল্লাহ তাদের অপমানিত করুন - এর জন্য নিন্দা করতে শুনি নি, আর এই পবিত্র রক্ত আর মালের ব্যাপারে তাদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করতে দেখি নি। মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে তাদের কুৎসা আর ঘৃণ্য মিথ্যা ছড়ানো ছাড়া আপনারা কখনও তাদের চ্যাঁচামেচি শুনবেন না। আল্লাহর কসম, তারা হলো এমন এক বর্শা যাকে ক্রুসেডাররা ধার দিয়েছে, সেই সকল প্রত্যেক লোকের বিরুদ্ধে যারা এই উম্মাহকে তার পূর্ববর্তী সময় আর হারিয়ে

যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে দিতে চায়। যারা উম্মাহর বুকে চেপে বসা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত বৈশ্বিক কুফরের দল সমূহের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদের যন্ত্রণা দেয়। তাই ভেবে দেখুন, হে শামের আহলুস সুন্নাহগণ, বুঝার চেষ্টা করুন আপনাদের কাছে কি প্রত্যাশা করা হচ্ছে, নিশ্চয়ই দাওলাতুল ইসলাম সত্যবাদিতার সহিত বা তাওবাহ করার জন্য আসা কোন ব্যক্তির জন্য একদিনের জন্যও তার দরজা বন্ধ করে নি। দাওলাতুল ইসলাম আপনাদের জন্য কল্যাণ আর সম্মান ছাড়া আর কিছুই চায় না। আপনার ইতিমধ্যে মুরতাদ সাহাওয়াতদের দ্বারা বিপদে পতিত হয়েছেন, যারা হালাব শহরকে ছেড়ে দিয়ে ডলারের আশায় খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলে গেছে। তারা কোন যুদ্ধ না করেই হালাব শহরকে নুসাইরীদের হাতে তুলে দিয়েছে। এখন অবমাননা, হীনতা আর বিশ্বাসঘাতক-তার এক হীন চিত্রপটে, আজ তারা সেই সকল লোকদের ঘর বাড়িতে লুটতরাজ চালাচ্ছে, যাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যারা নিহত হয়েছে, এমন সময় যখন শহরের ধ্বংসাবশেষের নিচে এখনও তাদের মৃত দেহ পড়ে আছে, তদুপরি, কুফরের চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই। যারা নুসাইরী সরকারের সাথে একটি যুদ্ধ-বিরতি সম্পাদন করেছে এবং তা রক্ষা করেছে, যাতে নুসাইরীরা একটু জিরিয়ে নিয়ে খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে তার যুদ্ধের সম্মুখসারীকে সুসংগঠিত করতে পারে, তাদেরকে কালকে যদি আবার জাতীয় স্বার্থে আর সন্ত্রাস দমনে নুসাইরীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাতে দেখেন তাহলে আশ্চর্যান্বিত হবেন না। এরা হচ্ছে সেই সকল লোক যারা নিজেদের বিভিন্ন কমিটি, হারাকা আর ফ্রন্টের নামে অবিহিত করে, যারা প্রতিদিন তাদের অবস্থা, পরিস্থিতি আর বেশ ভূষা পরিবর্তিত করে, ঠিক বহুরূপী গিরগিটির মতই। তারা সবাই হলো ক্রুশের ঢাল, নুসাইরীদের রক্ষক আর আপনাদের কষ্ট আর দুঃখ-দুর্দশার একটি কারণ। হে শামের আহলুস সুন্নাহ, আল্লাহর পর খিলাফাহ ছাড়া আপনাদের দ্বীনের রক্ষণাবেক্ষ-ণের আর কেউ নেই। যা আপনাদের মর্যাদাকে বহন করে এবং তাই হলো আপনাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে পরিত্রাণের এবং আপনাদের মর্যাদা এবং সম্মানকে রক্ষা করার একটি পন্থা। তাই মহত্ত্ব আর মর্যাদার দিকে এগিয়ে আসুন, এগিয়ে আসুন এমন কিছুর দিকে যা আপনাদের জীবন দান করবে এবং আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করবে, এগিয়ে আসুন জিহাদ আর রিবাতের দিকে, তা এমন এক ইবাদত যাকে আপনারা অবহেলা করেছেন, যার ফলে আপনারা বিপথে পরিচালিত হয়েছেন এবং অবমাননা আর গ্লানির চাদরে আচ্ছাদিত হয়েছেন। আমার রবের কসম, আপনাদের অহেতুক সৃষ্টি করা হয় নি, এবং নিশ্চয়ই আপনাদের রবের সাথে আপনাদের একটি সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত আছে, যেখানে তিনি আপনাদের জবাবদিহি করবে। তাই সেই প্রশ্নগুলোর জন্য উত্তর প্রস্তুত করুন।

হে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ এবং হে ইসলামের অনুসারীগণ, অপরাধ আর দুর্নীতির মাথা আমেরিকা তার শক্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছে, ঔদ্ধত্য তার চোখকে অন্ধ করে দিয়েছে, তাই তা তার নিজের ধ্বংস আর মূলোৎপাটনের জলাভূমিতে এসে পড়েছে। হ্যাঁ, তাকে টেনে আনা হবে এবং সেখান থেকে আর তার বের হওয়ার কোন রাস্তা থাকবে না। তা অযথাই অনেক চেষ্টা করেছে নিজেকে সরাসরি [ভূমির] যুদ্ধ থেকে দূরে রাখতে, কিন্তু সফল হয় নি, তাকে তার পায়ে ধরে টেনে হিঁচড়ে ইরাক এবং শামের ভূমিতে আনা হয়েছে, আর এখানেই তা তার মৃত্যুর নিশ্বাস ত্যাগ করবে। ইরাক থেকে পরাজিত এবং অবমানিত হওয়ার হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর আমেরিকা আবার ফিরে আসছে, প্রতিশ্রুতি এমনই ছিল, এবং আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে সম্মান আর সংহতির মধ্যে আছি। আমেরিকা আমাদের পরিস্থিতি যেমন মনে করে তার চেয়ে আমাদের বাস্তবতা ভিন্ন। তার মিত্র, অথবা গোড়াপাড়া বা তার হায়নারা, কেউই আমেরিকাকে সরাসরি যুদ্ধ থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আমরা আমরা যদি কোন শহর বা কোন টাউন বা কোন এলাকা হারিয়ে থাকি, তাহলে তা হলো আমাদের জন্য নেহায়াৎ এক পরীক্ষা এবং মুসলিমদের জামায়াতের জন্য তামহিস, যাতে সারী সমূহ পরিষ্কার হয় এবং আবর্জনা দূর হয় আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে খুশি তাকে বাছাই করে নিতে পারেন। এটা হলো নেহায়াৎ একটি ভাটা, যার পরেই আছে বিস্তার এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে বাগদাদ, দামেস্ক, কুদস, আম্মান, মুহাম্মাদ ﷺ এর উপদ্বীপের বিজয়। তারপর ঈমানের ব্যাটেলিয়নগুলো পারস্যে হামলা চালাবে এবং তারা কুম ও তেহরান বিজয় করবে। তারপর আমরা রোমে হামলা চালাবো, সিংহরা তাকবিরের ধ্বনিতে মুখরিত করবে এবং কোন যুদ্ধ ছাড়াই ইস্তাম্বুল বিজিত হবে। এই হলো আল্লা-হর ওয়াদা এবং আমাদের নবী ﷺ এর দেয়া সু-সংবাদ। নিশ্চয়ই খিলাফাহ'র ভূমিতে তাওহীদ এবং ওয়ালা ওয়াল বারার উপর এমন এক প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে, যারা তাদের রবের রাহে এবং তাদের দ্বীনের মর্যাদার জন্য মৃত্যুতে মিষ্টতা অনুভব করে, অতঃপর, তুমি তাদের কি করতে পারবে, আমেরিকা - তুমি কি করতে পারবে? ঈমানের প্রভাব তাদের রক্তে সঞ্চারিত হয়েছে। তারা তাদের দ্বীনের সমুন্নতি এবং শক্তির স্বাদকে চেখে দেখেছে। আর হে আমেরিকা, ইরাক, খোরাসান আর পুরো পৃথিবীতে মুসলিমদের তাদের দ্বীন থেকে সরিয়ে আনতে তুমি কত কিছুই না ব্যয় করেছ? মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে অভিযানে বের হওয়ার জন্য তুমি নিজেকে কতই না চাপাচাপি করেছ, অকল্যাণ আর দুর্দশার জঞ্জালদের নিয়োগ করেছে, কিন্তু তা কি লাভ হয়েছে? আসলে, কিছুই হয় নি। তুমি যা আশা করেছিলে তা এখন তোমার জন্য অতিমাত্রায় কঠিন হয়ে পড়েছে এবং তোমার প্রচেষ্টা বৃথা গেছে। তাকিয়ে দেখ বিস্ফোরক ভর্তি গাড়িতে চেপে বসা ঘোড় সাওয়ারদের দিকে, এবং তাদের দিকে যারা সম্মুখ সারিতে যুদ্ধ করছে, তাদের দাড়িগুলো পেকে ধুসর হয়ে গেছে, যদিও তারা রক্তের কলপ দিয়ে তা রাঙ্গিয়ে রেখেছে।

নিশ্চয়ই, যেদিন আল্লাহ আমাদের জন্য ভূমি সমূহকে বিজিত করেছিলেন এবং তোমাকে অপমানিত করেছি-লেন এবং তোমাকে ও তোমার সেনাদের একটি শিক্ষা গ্রহণের বস্তু বানিয়েছিলেন, সেদিনই আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্যবাদী হয়েছেন আর তুমি - হে আমেরিকা - মিথ্যা বলেছ এবং পরাজিত হয়েছ। তুমি তোমার সম্পদ ব্যয় করেছিলে এবং তোমার যা কিছু আছে সব নিয়োগ করেছিল, যাকে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে দুর্বল মুজাহিদিনদের জন্য এমন গণিমতে পরিণত করেছেন যা অর্জনের জন্য তাদের কোন যুদ্ধ করতে হয় নি।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী হয়েছেন, তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সেনাদের সম্মানিত করেছেন আর তুমি - হে আমেরিকা - মিথ্যা বলেছ এবং পরাজিত হয়েছ। এক দশক ধরে ব্যয় করে, মর্মপিড়িত আর শ্রান্ত হয়ে আজ তুমি এক হাস্যকর বস্তুতে পরিণত হয়েছ। যখন তুমি মনে করেছিল তুমি ইরাকে মুজাহিদিনদের খতম করে দিয়েছ, আর এই ভেবে তুমি নেতৃত্ব রাফিদাদের হাতে দিয়ে দিলে, তখনই আমরা রাফিদা এবং গোত্রীয় সাহাওয়াত মুরতাদের ঘাড়ে হক্বের তরবারি রাখলাম। যারা তাদের ঔদ্ধত্যতা স্বত্ত্বেও সর্বনাশে পতিত হয়, তারা তাদের নিজেরে হাতে নিজের কবর খুড়ে এবং নিজেদের বিছানায়ই জবাই হয়। আর বিইদনিল্লাহ, শামে কুর্দি নাস্তিক আর সাহাওয়াত মুরতাদদের যেদিনই তুমি ত্যাগ করবে সেদিন একই ঘটনা আবার পুনরাবৃত্ত হবে, তারা ইরাকে তাদের পূর্বসূরিদের অদৃষ্টই বরণ করবে।

নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিতে সত্যবাদী ছিলেন এবং তুমি মিথ্যা বলেছ - হে আমেরিকা - এবং তুমি পরাজিত হয়েছ ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছ, সেই দিন যেদিন আমরা উম্মাহকে এমন জিনিস ফিরেয়ে দিয়েছিলাম যা বহু শতাব্দী অনুপস্থিত ছিল, এমন এক ধর্মীয় রীতি যা হারিয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিমরা তা ভুলে গিয়েছিল। আসলে তাদের অনেকেই জন্মের পর কোনদিন এর কথা শুনেই নি। অতঃপর আমরা খিলাফাহ'র ঘোষণা করলাম। হ্যাঁ, আমরা খিলাফাহ'র ঘোষণা করলাম এবং সকল মুসলিমের জন্য একজন খালিফাহ'র প্রতি বাইয়াহ প্রদান করলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের রবের কিতাব এবং তাদের নবী ﷺ এর সুন্নাহতে সমুন্নত রাখেন এবং তাদের সম্মান এবং গৌরবের দিকে এগিয়ে যেতে নেতৃত্ব দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সকল সৎ কাজে তার আনুগত্য করা তাদের উপর ওয়াজিব। আল্লাহর অনুগ্রহে পথ এখন পরিষ্কার হয়েছে এবং আমরা দল, গ্রুপ আর সংগঠনে বিভক্ত হওয়ার দিকে আর ফিরে যাব না।

হে আমেরিকা, তুমি ভালো করে জেনে গেছো যে তোমার আর কোন রক্ষা নেই। তুমি পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় খিলাফাহ'র সৈনিকদের শিকারে পরিণত হয়েছ। তুমি দেউলিয়া হয়েছ এবং তোমার সমাপ্তির চিহ্ন এখন তোমার চোখের সামনে পরিষ্কার এবং দৃষ্টিগোচর। এক গোঁয়ার হাবা এখন তোমার উপর কর্তৃত্ব লাভ করেছে, যখন তার কোন ধারণাই নেই শাম কী, ইরাকি কী আর ইসলাম কী, তোমার ধ্বংসের এর চেয়ে পরিষ্কার লক্ষণ আর কি হতে পারে? কিছু না জানলেও সে এর প্রতি দুশমনি প্রকাশ করতে এবং এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে খেপার মত আচরণ করছে। তোমার সামনে মাত্র দুটি পথই খুলা আছে, এক আরেকটির চেয়ে অধিক তিক্ত। হয় তুমি যা ঘটেছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং মুজাহিদিনদের জন্য গণিমত ফেলে রেখে পৃষ্ট প্রদর্শন করবে, আর না হয় তুমি [যুদ্ধের জন্য] ভূমিতে নেমে আসবে - যা তুমি ইতিমধ্যে করেছ - এবং মৃত্যুর পাকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতঃপর আল্লাহর অনুমতিক্রমে মুজাহিদিনের হৃদয় প্রশান্ত হবে।

হে মুহাম্মাদ ﷺ এর উপদ্বীপের আহলুস-সুন্নাহগণ, আপনাদের কি হলো, আপনারা কি শুনতে পান না? যদি আপনাদের চোখ অন্ধ হয়ে যায় তারপর কি আপনারা হৃদয় দ্বারা দেখতে পান না? কোথায় আপনাদের তাওহীদ আর কোথায় আপনাদের ঈমান? কোথায় আপনাদের ওয়ালা ওয়াল বারা? আপনারা কি দেখেন না আপনাদের ভূমির তাগূতরা - আল্লাহ তাদের চেহারাকে বিকৃত করুন এবং তাদের রাজত্বকে ধ্বংস করুন - ইরাকের রাফিদাদের জন্য তাদের সাহায্যকে প্রসারিত করছে? বরং তারা সেখানে আহলুস সুন্নাহর এলাকা সমূহকে দখল করার কাজে তাদের মদদ করছে। এখনও কি আপনাদের সময় হয় নি অবমাননার ধুলোকে ঝেড়ে ফেলে বিশ্বাসঘাতক মুরতাদদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর? যারা কুফরের এমন কোন দরজা নেই যার মধ্যে প্রবেশ করে নি, মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্রুসেডারদের এমন কোন পরিকল্পনা নেই যাকে তারা সমর্থন করে নি, সাহায্য করে নি এবং তাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তা করে নি?

তাহলে কি ওহীর অবতরণস্থল ও রিসালার ঝর্ণা থেকে ইরাক ও শামের আহলুস সুন্নাহকে হত্যা ও লাঞ্ছনা করা হবে? সাহাবী ও প্রথম বিজেতাদের ভূমি থেকে কি আহলুস সুন্নাহগণ লাঞ্ছনা-বঞ্চনা আর নিপীড়নের স্বীকার হবে? আপনাদের মধ্যে আত্মমর্যাদাশীল লোকেরা কোথায়? সিদ্দিক আর ওমর ফারুকের বংশধররা কোথায়? কোথায় আবু বাসীর আর আবু জানদালের বংশধরেরা? হে হারামাইনের ভূমির মুয়াহহিদ ভাই! আপনার সামনেই তাগূতের সৈনিক আর ফিতনাহ ও অনিষ্টের আলেমরা আছে। আপনার সামনেই তাদের নেতা আর মন্ত্রীরা আছে। আপনার দ্বীনের নুসরতে ও আপনার ভাইদের রক্ষায় আপনি তাদেরকে আপনার ক্রোধ দেখিয়ে দিন। এরা আজ মুসলিমদের-কে বিপদের চূড়ান্ত সীমায় এনে পৌঁছিয়েছে। পূতঃপবিত্র পর্দানশীন নারীগণ তাদের থেকে সম্ভ্রমহানি ও চরম বিপদে পড়ার অভিযোগ করছে। সুতরাং আপনার সামনে কোন প্রতিবন্ধক ও জাহেল নির্বোধ যেন বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।

মসুল, তেল আফার, রাক্কাহ ও হালাবসহ দাওলাতুল ইসলামের প্রতিটি রিবাতে অবস্থানরত হে খিলাফার সৈনি-কগণ! আপনারা জেনে রাখুন! আমরা আজ আমাদের জিহাদী ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মারহালা অতিক্রম করছি এবং উম্মতের ইতিহাসে সবচেয়ে বিপদসংকুল পরিবর্তনের পালা পার করছি। সুতরাং আপনারা এই আমানত বহন করার জন্য তৈরি হোন। আর আপনারা এই বোঝা বহনে সক্ষম বিইদনিল্লাহ। আর আপনারা পাথেয় সাথে নিয়ে যান, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। আপনারা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করুন, অক্ষম হয়ে পড়বেন না। মহান রহমানের জিম্মায় অন্তরকে ছেড়ে দিন। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও মদদ তালাশ করুন। তিনি আমাদের নিকটে আছেন এবং বিপদগ্রস্ত তাকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদ দূর করে দেন। তিনি তার

বান্দাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ ব্যতীত আর কে ইবরাহীম খলিলকে আগুন থেকে রক্ষা করেছে? এবং মুসার জন্য সমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করেছে? এবং বান্দা ইউনুসকে আপন রহম ও ফজলে কে শুধরিয়েছে? কে মুহাম্মাদ ﷺ কে এক মাসের দূরত্ব পরিমাণ ত্রাস দিয়ে নুসরত করেছেন? সুতরাং আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন, দৃঢ়পদ থাকুন আর আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। "হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর ও মুকাবিলার সময়ে দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।" (আল ইমরান ২০০) আপনারা আপনাদের প্রতিপালকের বাণী সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করুন! "আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ খুলে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিজিক দান করেন আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করে দেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।" (আত তালাক্ব ২-৩)

হে খিলাফার সৈনিকগণ! হে ইজ্জত-আব্রুর পাহারাদারগণ! হে দ্বীন ও উম্মতের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণকারীগণ! আমরা তো আপনাদেরকে দুঃসাহসী বীর, আত্মমর্যাদাশীল নেতা, সম্ভ্রম রক্ষার ব্যাপারে কঠোর আর যুদ্ধের সময়ে ধৈর্য-ধারণকারী হিসেবেই জানি। সুতরাং আপনারা বিজয়, আধিপত্য বিস্তার ও কর্তৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর ওয়াদার প্রতিফলন ঘটান। কঠিন পরিস্থিতি ও আঘাতের জন্য আপনারা নিজেদেরকে মজবুত রাখুন। মৃত্যু তো এক-বারই। এরপরই এমন এক মর্যাদার সূচনা হবে যার কোন শেষ নেই। সাবধান! পাপিষ্ঠ কাফেরদের জন্য জাহান্নাম না বানিয়ে আপনারা এক বিঘত জমিনও ছেড়ে আসবেন না। ঘরে ও রাস্তা-ঘাটে আপনারা তাদের জন্য ওঁত পেতে থাকুন। সমস্ত সেতুতে মাইন বসিয়ে রাখুন আর হামলার পর হামলা করতে থাকুন। তাদেরকে পাকড়াও করুন, ঘিরে ধরুন আর প্রতিটি ওঁত পাতার স্থানে ওঁত পেতে থাকুন।

হে বাগদাদের উত্তর-দক্ষিণ, কারকুক, সালাহউদ্দিন, দিয়ালা, ফাল্লুজাহ আর আনবারে থাকা দাওলার বীর পুরুষেরা! আপনারা বেশি থেকে বেশি জান-মাল খরচ করুন। আল্লাহর শত্রু নাপাক রাফিদাদেরকে আর সুন্নীদের মধ্য থেকে অপবিত্র মুরতাদদেরকে আপনারা পাই টু পাই হিসাব বুঝিয়ে দিন। আপনারা তাদেরকে তিক্ততা আর বিষের পেয়ালার স্বাদ আস্বাদন করান। আপনারা হলেন যুদ্ধের পুরুষ ও শত্রুকে পরাস্তকারী। মাওলার কাছে আপনারা সঠিক পথে চলার প্রার্থনা করুন। আপনাদের ভরসা তার ওপরই রাখুন, কারণ সব কিছু তারই হাতে।

হে খোরাসান, ইয়েমেন, সিনাই, লিবিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা ও তাবৎ স্থানের খিলাফাহ'র সৈনিকগণ! আল্লাহর অনুগ্রহে আপনারা দাওলার জন্য কতই না উত্তম সাহায্যকারী! সুতরাং আল্লাহর শত্রু পাপিষ্ঠ কাফের ও তাদের মুরতাদ দালালদের বিরুদ্ধে আপনারা কঠিন হামলা করুন। মনে রাখুন, আপনারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দামামা বাজানোর মাধ্যমে ইরাক ও শামের দারুল ইসলামের বিরুদ্ধে কুফফার জাতির হামলা প্রতিহত করতে পারবেন এবং তাদের জোট আর ঐক্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারবেন।

আমেরিকা, রাশিয়া ও ইউরোপে অবস্থানরত হে সত্যবাদী তাওহীদপন্থীগণ! হে খিলাফার সাহায্যকারীগণ! হে ঐ সকল লোক, যাদের ওপর হিজরত করা কঠিন হয়ে পড়েছে ফলে যারা মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করছেন! আপনারা কোমর বেঁধে নেমে পড়ুন এবং আপনারা আপনাদের হিজরতের চেষ্টার ব্যাপারে সত্যবাদিতার পরিচয় দিন! মনে রাখবেন! শত্রুদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ একটি সামগ্রিক যুদ্ধ। এর লাভ আপনারা খুব সহজেই পেতে পারেন। সুতরাং আপনারা তাদেরকে আপনাদের খিলাফাহ ও দারুল ইসলাম থেকে বিরত রেখে তাদের নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত করে দিন। আপনাদের নবী ﷺ হাদীসের কথা স্মরণ করুনঃ "কোন কাফির এবং তার হত্যাকারী কখনও জাহান্নামে একত্রিত হবে না।"

হে আল্লাহ আপনি কাফেরদের ওপর লা'নত বর্ষণ করুন, যারা মানুষদেরকে আপনার রাস্তা থেকে বাঁধা প্রধান করে, যারা আপনার রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং যারা আপনার বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আল্লাহ আপনি তাদের ঐক্যতে ফাটল ধরিয়ে দিন। তাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ তৈরি করে তাদের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিন। আপনি তাদের ওপর এমন আজাব নাযিল করুন, যা আপনি পাপিষ্ঠ জাতি থেকে ফিরিয়ে নেন না। হে আল্লাহ! আপনি আপনার দ্বীন ও সৈনিকদেরকে বিজয় দান করুন এবং আপনার কালিমাকে বুলন্দ করুন। হে হক্ব মা'বূদ! আপনি আপনার পতাকাকে উড্ডীন করুন। আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি ও সামর্থ্য নেই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।